অবিলম্বে কমপিউটারভিত্তিক অখণ্ড তথ্য ব্যবস্থা দরকার

বিদেশী সাহায্য ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় সঙ্কট

॥ নাজীমউদ্দিন মোস্তান ॥

সাহায্যদাতারা খুবই প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সাহায্য প্রদানের জন্য যখন পত্র লিখেন, মৌখিক প্রস্তাব দেন, তখন আমাদের আমলাতন্ত্র সে অনুরোধে সাড়া দেন না। ডাটা এন্ট্রিসহ কমপিউটার সার্ভিস শিল্প গড়ে তোলার ব্যাপারে বিশ্বব্যাংক কারিগরী ও বিশেষজ্ঞ পরিসেবা সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশকে সহায়তা দানের প্রস্তাব দিয়ে আসছে আজ ৩ বৎসর ধরে। ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকেও বিশ্বব্যাংক এ ব্যাপারে তাগিদ দিয়েছে। বাংলাদেশে দায়িত্বন্যস্ত সরকারী সংস্থার কাছে সে চিঠি এসে পড়ে আছে। কোন জবাব দেয়া হয়নি। মন্ত্রীর সামনে সরকারী সংস্থার কর্তা অম্লান বদনে তা স্বীকারও করেন। আবার আমলাতন্ত্রের নিজস্ব স্বার্থ থাকলে তারা অপ্রয়োজনীয় সাহায্য খুঁজবার জন্য অর্থমন্ত্রনালয়কে এড়িয়ে দাতাদের সাথে যোগাযোগ করেন। সাহায্য সংগ্রহ ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অখণ্ড তথ্য ব্যবস্থার আওতায় আনা হলে এ ধামখেয়ালীপনার অবসান ঘটতো।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সঙ্কটের বহুলাংশ ব্যবস্থাপনার সমস্যা থেকে উদ্ভূত। ব্যবস্থাপনার প্রধান নিয়ামক হিসাবে তথ্যকে ব্যবহার করে এম.আই. এস – ব্যবস্থাপনাগত তথ্য ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে বিশ্বে। আমাদের জাতীয় বাজেট, উন্নয়ন সাহায্য আহরণ ও ব্যবহার হতে শুরু করে শত শত প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যায়ের শতসহস্র খুটিনাটি দিকের উপর নজর রাখার বিদ্যমান ব্যবস্থায় প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়ে পড়ছে অতীব মন্থর, প্রাপ্ত সাহায্যকে সুনির্দিষ্টভাবে সময়গত কাঠামোর মধ্যে ব্যবহারে পিছিয়ে পড়ছে দেশ এবং সর্বোপরি, অন্যান্য কিছুর সাথে এ কারণেও বাংলাদেশের অব্যবহৃত বিদেশী সাহায্য দাতারা ফেরৎ নিয়ে যাচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অগ্রগতি প্রশ্নে যখন মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করতে বসতেন, তখন অসম্পূর্ণ তথ্য এবং লক্ষ্যহীন তথ্য উপস্থাপনার নৈরাজ্য দেখে মরহুম জিয়াউর রহমান আশীর দশকের গোড়ার দিকে প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো গঠন করেছিলেন। এখন কিছু কমপিউটার ও অপর্যাপ্ত লোকবল নিয়ে সেটা প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মনিটরিং বিভাগ হিসাবে কাজ করছে। একইভাবে বিদেশী সাহায্যের ডিসবার্সমেন্ট (ব্যয়ন) মনিটরিং-এর জন্য বর্হিসম্পদ বিভাগ তথা "অর্থনৈতিক সম্পদ বিভাগ" নিজেদের পৃথক মনিটরিং ইউনিট স্থাপন করেছে ওআইসি সম্মেলনকালে প্রাপ্ত কিছু কমপিউটার ও সরঞ্জাম দিয়ে।

উন্নয়নের সাথে জড়িত ৪০টি মন্ত্রণালয়, তার ৫ শতাধিক শাখা ও ৮/৯ শত প্রকল্পকে কমপিউটারভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং-এর এক অখণ্ড ব্যবস্থার আওতায় আনা যখন জরুরী হয়ে উঠেছে, তখন এ সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে অবাক হয়ে দেখতে হয়েছে, আশীর দশকে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মনিটরিং বিভাগের শক্তি সামর্থ্য যা ছিল, লোকবলের অভাবে ও উপেক্ষায় তা এখন ভেঙে পড়েছে। সেখানে এনালিষ্ট নেই। তিনজন প্রোগ্রামারের মধ্যে মাত্র একজন আছেন। ডাটা প্রসেসিং স্টাফের মধ্যে একজন ভূতপূর্ব স্টেনো, কাজে পারদর্শী হলেও তার পদলাভ সম্ভব হয়নি। 'আমাদের অর্থনৈতিক সম্পদ বিভাগের প্রকল্প সাহায্য প্রাপ্তি ও 'ব্যয়ন' মনিটরিং-এর ব্যবস্থাটি মান্ধাতার। এখানে কয়েকটি হার্ডডিস্কসহ System 34 আছে, যা দিয়ে প্রতিনিয়ত অজস্র বিশ্লেষণ সম্ভব হয়না। দায়িত্বশীল এক সূত্র বলেছেন, প্রতিদিন টাকার বিনিময় হার বদলাচ্ছে। আমরা যত বিদেশী সাহায্য পাই, তার ৩৮ শতাংশ জাপানী, ৩০ ভাগ এসডিআর, ধরা যাক বাকী অংশ ডলার। ইয়েনে প্রাপ্ত সাহায্যকে ডলারে বদল করে প্রকল্প সামগ্রী ক্রয় করা হয়। আবার টাকা দিয়ে সে ঋণ শোধ করে– সে টাকাকে ডলার ও ইয়েনে পরিবর্তিত করে প্রতি মুহূর্তে হিসাব রাখা দরকার। এটা কমপিউটার ছাড়া আর কোনভাবে, ক্যালকুলেটারের সাহায্যে, হাতে (manual process) এক স্তরে সম্ভব নয়। প্রকল্প অফিস, লোক প্রশাসন যাকে ফিল্ড অফিস বলে– সেসব দপ্তর অধিদপ্তর ছাড়াও বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের চার পাঁচটি স্তরে প্রতিনিয়ত এসব বরাদ্দ, ব্যয়ন, ব্যবহার ও অর্থমান, কাজের মান বিচার বিশ্লেষণ করে তা অর্থপ্রস্তুত অবস্থায় কেন্দ্রীয় মনিটরিং ইউনিটে প্রেরণের একটা কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা অপরিহার্য। কিন্তু ইআরডি ও আই এম ই ডি-র সাথে ৪০টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং ৮ শতাধিক প্রকল্পের সম্পর্ক এখন মাসিক ছক পূরণ ও ত্রৈমাসিক রিপোর্ট এবং আই এম ই ডি-র কর্মকর্তাদের মাসে ৩টি প্রকল্প পরিদর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় কেন্দ্রীয় ইউনিটের কমপিউটার-সমৃদ্ধ মনিটরিং ব্যবস্থা অদক্ষ অধস্তন ব্যবস্থার চাপে অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

আঙ্কটাড DMFS – Debt Monitoring and Financial Analysis System কর্মসূচীর আওতায় উন্নয়নশীল বিশ্বের কয়েকটি দেশে বর্হিসম্পদ ব্যবস্থাপনার নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। নিতান্ত তথ্যধারণ ও বাছাইয়ের স্তর থেকে উন্নয়নের সাথে জড়িত অজস্রমুখী বিশ্লেষণের স্তরে বাংলাদেশের ইআরডি-র মনিটরিংকে উন্নীত করার জন্য DMFS ব্যবস্থা বাংলাদেশে আসবে। তখন কেন্দ্রীয় মনিটরিং হবে দ্রুতগতি সম্পন্ন, উন্নত এবং দক্ষ। তার সাথে পাল্লা দিয়ে তথ্য সরবরাহের জন্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগে থাকবে ঘোমটা দেওয়া নিশ্চল কমপিউটার রুমের পাশে বসা অফিসার, যিনি ইআরডি ও আইএমইডি-র হুকপুরক বা টেলিফোনের জবাব দেবার জন্য ডাকবেন তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনাহীন তরুন বা বৃদ্ধ কেরানীকে। অন্যান্য দেশ LAN সিস্টেম-এ যখন উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের তথ্যরাজি সেসব মন্ত্রণালয়ে প্রসেস করে কেন্দ্রীয় মনিটরিং-এর কমপিউটারের সাথে প্রয়োজনের মুহূর্তে তা বিনিময় করে কিংবা অন্ততঃ কাগজ বা ফাইলের বদলে কেন্দ্রীয় ইউনিটে ডিস্ক পাঠায়, সেখানে আমাদের পিডিবি, চট্টগ্রাম পোর্ট অথরিটি, শিল্প ব্যাঙ্ক পাঠায় কমপিউটারের প্রিন্ট আউট, বাকীরা পাঠায় টাইপরাইটারে বা হাতে লেখা ছক। মাসিক রিপোর্ট এ কারণে নিয়মিত আসে না। ক্যাবিনেটের বৈঠক কিংবা এনইসির বৈঠকের তাগিদ পড়লে ইআরডি ও আইএমইডি-র অফিসারগণ টেলিফোনে খুঁজে খুঁজে যেসব তথ্য মে মাসে সংগ্রহ করেন, তাতে প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নের প্রকৃত তথ্য থাকে ফেব্রুয়ারীর, কর্মকর্তারা অনুমানের ভিত্তিতে ২/১ মাসের অগ্রগতির হার তাতে যোগ করে দেন। অথচ সরেজমিন পরিদর্শনে গেলে দেখা যায়, কাজীর গরু কেতাবে আছে, গোয়ালে অন্য অবস্থা। রিপোর্টে ৩ তলা ভবন নির্মানের কাজ শেষ, কিন্তু বাস্তবে ফাঁকা মাঠে গরু চরে বেড়াচ্ছে। এপ্রিল ৯২ সালের শেষ দিকে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের বৈঠকের জন্য কাগজপত্র সাজাতে সাজাতে ইআরডি-র একজন কর্মকর্তা বললেন, এবার ধরা যাবে। আমরা যখন খোঁজ নিই,

ক্যাবিনেটের বৈঠক কিংবা এনইসির বৈঠকের তাগিদ পড়লে ইআরডি ও আইএমইডি-র অফিসারগণ টেলিফোনে খুঁজে খুঁজে যেসব তথ্য মে মাসে সংগ্রহ করেন, তাতে প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নের প্রকৃত তথ্য থাকে ফেব্রুয়ারীর, কর্মকর্তারা অনুমানের ভিত্তিতে ২/১ মাসের অগ্রগতির হার তাতে যোগ করে দেন। অথচ সরেজমিন পরিদর্শনে গেলে দেখা যায়, কাজীর গরু কেতাবে আছে, গোয়ালে অন্য অবস্থা।

তখন জানায়, খুব কাজ হচ্ছে। কিন্তু দাতা সংস্থাসমূহের খাতাপত্র পরীক্ষা করলে দেখা যায়, আমাদের বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়নের প্রকৃত অবস্থার চাইতে সর্বদাই বাড়িয়ে বাড়িয়ে সরকারকে খবর দেন।

অথচ মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভারত ও থাইল্যাণ্ডে প্রকল্পের অগ্রগতি নিরীক্ষণ ও মূল্যায়নের কার্যকর বিশদ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কমপিউটার বিশেষজ্ঞ খালেদ শামসের সাক্ষাতকার থেকে মালয়েশিয়া, ভারত ও শ্রীলঙ্কার অবস্থা আমরা এখানে তুলে ধরছি। এতে বাংলাদেশের করুণ অবস্থা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর অফিসে প্রজেক্ট মনিটরিং ইউনিট আছে। এই সিস্টেমের নাম হল SETIA. মালয়েশিয়ায় ১৩টি রাজ্যের প্রায় ১৯ হাজার প্রকল্পের তাৎক্ষনিক অবস্থাটা কি তা ৪টা সাব সিষ্টেমের মাধ্যমে মনিটর করা হয়। এই সাবসিস্টেমগুলি হল :

১) নতুন যে পরিকল্পনা ও প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে বা হচ্ছে তার বিস্তারিত তথ্য ও বিবরণ থাকে জাতীয় পরিকল্পনা সংস্থার ইনফর্মেশন সিস্টেমে।

২) প্রজেক্ট অনুমোদন হবার পর বাজেট বরাদ্দের সকল তথ্য অর্থমন্ত্রণালয়ে একটা সাব সিষ্টেম এর মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত হয়। সংশোধিত বা চূড়ান্ত বাজেটে কি হলো তার সমস্ত ডাটা এর মাধ্যমে আসে।

৩) বরাদ্দ হয়ে যাবার পর টাকাটা কিভাবে কতটুকু খরচ হচ্ছে তা সঙ্গে সঙ্গে একাউন্টেন্ট জেনারেলের অফিসের ইনফর্মেশন সিস্টেমের মাধ্যমে সংগৃহীত ও প্রক্রিয়াজাত হয়।

৪) চতুর্থ সাব সিষ্টেম হচ্ছে আমাদের আইএমইডি-এর মত। প্রধানমন্ত্রী বাস্তবায়ন সেল-এ সকল প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়িত হয়।

এই চারটা সাবসিষ্টেমে সমস্ত পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন, অর্থ যোগান ও মূল্যায়ন ইত্যাদি তথ্য জমা রাখা হয়। এগুলো মিলিয়ে হচ্ছে SETIA.

কিন্তু আমাদের দেশের মত আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় বড় কেন্দ্রীভূত সিষ্টেমে সঠিকভাবে এবং সঠিক সময়ে ডাটা পাওয়া দুরুহ ব্যাপার হতে পারে। অন্যদিকে ক্রিসপ-এ ভারতের সঞ্জয় দাস গুপ্ত যেটা করেছেন, সেটা হচ্ছে প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব যার, মাঠে যার কাজ সে-ই ডাটা ইনপুটের দায়িত্বটা নিচ্ছে এবং তিনি প্রান্তিক ব্যবহারকারী হিসেবে ডাটা বা তথ্য তার ব্যবস্থাপনার কাজে লাগাচ্ছেন। মালয়েশিয়াও এটা এখন অনুসরণ করার চেষ্টা করছে। এ দেশেও সহজেই ক্রিপস-এর অনুকরণ সম্ভব।

শ্রীলংকায় তাদের সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য জেলাভিত্তিক ইনফরমেশন সিষ্টেম গড়ে তুলছে। ক্রিসপ-এর প্যাটার্ণে। ক্রমান্বয়ে জেলা পর্যায়ে নেটওয়ার্ক করে বিভিন্ন বিভাগ যেমন – স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ইত্যাদির ডাটাবেজের সাথে হুক করা হবে। শ্রীলংকায় এই কাজগুলো UNDP-এর উদ্যোগে ৪/৫ বছর আগে নেয়া হয়েছে। এখন সব জেলায় জেলায় তারা কমপিউটার ব্যবহার করছে।

ইআরডি-র একজন খ্যাতনামা প্রোগ্রামার বলেছেন, কমপিউটারকে অবলম্বন করে ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি খাড়া করে তা বজায় রাখার মানসিক আবহাওয়া বাংলাদেশে নেই। অনবরত তথ্য সংগ্রহ, বিদ্যমান ডাটাকে সর্বশেষ অবস্থার আলোকে নবায়ন ও সংশোধন, সংগৃহীত তথ্যরাজির প্রায়োগিক ব্যবহার এবং তথ্য দলিল উন্নয়ন ছাড়া উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় কমপিউটারের শক্তি সর্বোত্তোভাবে ব্যবহার করা যায় না। এমন পরিবেশ এখানে গড়ে ওঠেনি, কমপিউটারের ব্যাপারে পরিকল্পনা কমিশন ও মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ স্থানীয় কর্মকর্তাদের দ্বঅব্যক্ত আতঙ্কত্ব ও দৃশ্যমান উদাসীনতার ফলে। আইএমইডি-র একজন প্রবীণ কর্মকর্তা প্রায় নির্দোষ ভঙ্গিতে বলেছেন, কমপিউটারের প্রয়োগ ও ব্যবহার সীমিত রাখা দরকার। নয়তো, তার মতে, কর্মসংস্থানের সম্ভবনা নষ্ট হবে। কমপিউটার ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে বসে আছেন এমন সব লোক। মন্ত্রীদের মধ্যেও এ প্রজাতির সংখ্যা কম নয়। অথচ প্রকল্প বাস্তবায়ন নিখুঁত ও ত্বরান্বিত করতে পারলে উন্নয়নে যে গতি সঞ্চার হবে, তা কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ছাড়াও কমপিউটারায়নের প্রসার ঘটাতে বাধ্য। নিশ্চল-পুরাতন জগদ্দল ভেঙে পড়লে কী হবে, এ ভয় অনেকের আছে। নতুন প্রজন্ম অবশ্য এসব ব্যাপারে সাহসী।

প্রতিশ্রুতি ও চুক্তিবদ্ধ নানা সূত্রের ঋণ সাহায্য উল্লেখযোগ্য পরিমানে সাহায্যদাতারা সরিয়ে নিয়েছেন পাইপলাইন থেকে, একথা ইআরডিসহ সব কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেন। তবে পরিমাণ নিয়ে মতভেদ আছে। কোন কোন সূত্র বলেছে, ৫০০ মিলিয়ন ডলার বিদেশী সাহায্য ফিরে গেছে মূলধনের সংকটে পতিত এদেশ থেকে। আরও মজার ব্যাপার, কেন্দ্রীয় মনিটরিং ব্যবস্থার সাথে মন্ত্রণালয়গুলির তথ্য ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংযুক্ত না থাকায়, কেন্দ্রীয় ইউনিটকে ফাঁকি (by-pass) দিয়ে মন্ত্রণালয়গুলি দাতাদের সাথে সাহায্যের জন্য যোগাযোগ করছে, অথবা সাহায্যদাতা দেশের পণ্যবিক্রেতা এজেন্টদের টোপ সরাসরি গিলছে। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নীরবে এ নৈরাজ্য তৈরীর বিরুদ্ধে অর্থমন্ত্রণালয় সম্প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছে।

সাহায্যদাতারা খুবই প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সাহায্য প্রদানের জন্য যখন পত্র লিখেন, মৌখিক প্রস্তাব দেন, তখন আমাদের আমলাতন্ত্র সে অনুরোধে সাড়া দেন না। ডাটা এন্ট্রিসহ কমপিউটার সার্ভিস শিল্প গড়ে তোলার ব্যাপারে বিশ্বব্যাংক কারিগরী ও বিশেষজ্ঞ পরিসেবা সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশকে সহায়তা দানের প্রস্তাব দিয়ে আসছে আজ ৩ বৎসর ধরে।

ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকেও বিশ্বব্যাংক এ ব্যাপারে তাগিদ দিয়েছে। বাংলাদেশে দায়িত্বন্যস্ত সরকারী সংস্থার কাছে সে চিঠি এসে পড়ে আছে। কোন জবাব দেয়া হয়নি। মন্ত্রীর সামনে সরকারী সংস্থার কর্তা অম্লান বদনে তা স্বীকারও করেন। আবার আমলাতন্ত্রের নিজস্ব স্বার্থ থাকলে তারা অপ্রয়োজনীয় সাহায্য খুজবার জন্য অর্থমন্ত্রনালয়কে এড়িয়ে দাতাদের সাথে যোগাযোগ করেন। সাহায্য সংগ্রহ ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অখণ্ড তথ্য ব্যবস্থার আওতায় আনা হলে এ খামখেয়ালীপনার অবসান ঘটতো।

বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই যে অনিয়ম ও নৈরাজ্য বিরাজ করছে আমাদের বাজেট রূপায়ন ও অর্থ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও সে সংকট বিস্তৃত। এরশাদ আমলে পদত্যাগকারী অর্থমন্ত্রী ডঃ ওয়াহিদুল হক বাজেট ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য যেসব নতুন পন্থা ও পদ্ধতি সাব্যস্ত করেছেন, একজন কনসালটেন্ট হিসাবে, তার মধ্যেও অখণ্ড তথ্য ব্যবস্থা, তথ্যের অবাধ আদান প্রদান এবং সর্বোপরি কমপিউটারভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থার সুপারিশ অন্যতম। **অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ত্বসুপার মিনিস্ট্রিত্ব হিসাবে অন্যসব মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব ও উন্নয়ন কর্মধারা যদি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন করতে চায়, তাহলে একটা ইন্টেগ্রেটেড কমপিউটার ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরী।**

আইএমইডি এখন কৃষি, শিল্প ও শক্তি, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন– এ তিন খাতে ৪০টি মন্ত্রণালয়কে বিভক্ত করে কাজ করে। শিক্ষা ও সমাজ শাখার আওতায় ১৬টি, শিল্প ও শক্তি শাখার আওতায় ৯টি, কৃষির আওতায় ৮টি মন্ত্রণালয় ব্যস্ত। কোন কোন মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৩/৪টি, কোন কোন মন্ত্রণালয়ের আওতায় ১৫/২০টি প্রকল্প থাকে। এভাবে ৮৯–৯০ অর্থ বৎসরে প্রকল্প ছিল সারা দেশে ৯২৫, ৯০–৯১ অর্থ বছরে ৭৭৬, ৯১–৯২ অর্থ বৎসরে ৭৪৮।

প্রতিটি প্রকল্পের সমস্যা কী, সর্বোচ্চ পর্যায়ে তা জানা না থাকলে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকগুলি কেবল ভাল ভাল কথা ও বক্তৃতাবাজিতে শেষ হয়। কোন প্রকল্পে এলসি খোলার সমস্যা থাকে, কোন প্রকল্পে অর্থ ছাড় হয়নি হয়তোবা। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এর কিছুই জানতে পারেন না, যদি না প্রকল্প অফিসারগণ ঢাকায় এসে মাথা কুটেন, কিংবা দৈবাৎ আই এম ই ডি-র অফিসারগণ সেখানে সরেজমিন পরিদর্শনে যান। সরেজমিন পরিদর্শনের পর আই এম ই ডি-র অফিসারগণ ঘটনাক্রমে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের বিষয়ে আহুত বৈঠকে উপস্থিত থাকলে, তিনি কখনোবা প্রকল্প বাস্তবায়নের দুর্বলতার নজীর হিসাবে সমস্যাটি তুলে ধরেন।

সাহায্য প্রাপ্তি, ব্যবহার, প্রকল্পের অগ্রগতি মনিটরিং-এর জন্য কমপিউটারের পূর্নাঙ্গ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা ছাড়া আর কোন পথ নেই। ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশ একই সমস্যায় ভুগে : সেদিকে অগ্রসর হচ্ছে।সরকারী সকল অফিসকে তথ্য বিনিময়ের জন্য এদতঅলল্য এদতইপপএড– সমানভাবে সজ্জিত ও উন্নীত করা না হলে সঙ্কট দূর হবে না।

এতেও ২/৩ মাস বিলম্ব ঘটে।

আই এম ই ডি বিদেশী সাহায্যের বরাদ্দ, প্রকল্প সাহায্যের বিদেশী অংশ, দেশী টাকা, শুল্ক ও কর, খাতস্থানান্তরযোগ্য সাহায্যের পরিমানে মোট সাহায্যকে ভাগ করে ৮০০ প্রকল্পের সম্পদের যোগানের দিকে লক্ষ্য রাখে। প্রকল্পের সূচনা হতে বাস্তবায়ন পর্যন্ত কাজের step বা স্তর থাকে ২ শতাধিক। বরাদ্দ সম্পদের কোন অংশ কতটা ব্যবহার করে কোন প্রকল্প কোন ধাপ অতিক্রম করছে, তার প্রতি দৃষ্টি রেখে সরকারের নীতি নির্ধারকরা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু তাৎক্ষনিক তথ্যের অভাবে আসলে সমস্যা নিরসন সম্ভব হয়না। বরং প্রতিদিন ১১টায় বৈঠক ও ২টায় বাসাবাড়ী ফিরে যাওয়া পলিসি এরিয়ার কর্মকর্তাদের একঘেয়ামীপূর্ণ দায়িত্ব হয়ে উঠেছে। বর্তমানে বরাদ্দ ও খরচ, লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির হার মনিটরিং করেন কর্তৃপক্ষ। তাতে ফাঁকি দেবার সুযোগ বিস্তর।

এদিকে প্যারিস বৈঠকে সাহায্যদাতাদের কাছে সরকারের জবাবদিহির পর যে অঙ্গীকার (এবার ২২০ কোটি ডলার) দেওয়া হয় – তার রাজনৈতিক মূল্য থাকলেও আইনগত ও অর্থনৈতিক মূল্য কিছু নেই। এসব অঙ্গীকার থেকে সুনির্দিষ্ট চুক্তি সম্পাদন করার পর পাইপ লাইনে সাহায্য আসে। অঙ্গীকারকে চুক্তিতে রূপান্তরের বিস্তৃত ব্যবস্থাটিতে সময় লাগে কয়েক বৎসর। এ সময়ে সরকারের অঙ্গীকার, রাজনৈতিক লক্ষ্য, জনগণের আগ্রহকে গোর দিয়ে আমলাতন্ত্র নিজের স্বার্থ আদায়ের পথ করে নেয়। কমপিউটারে মালয়েশিয়ার মত পদ্ধতি গড়ে তুলতে পারলে রাজনৈতিক সংকল্প নস্যাতের আমলাতান্ত্রিক নষ্টামি পদে পদে ধরা পড়তো। পাইপ লাইনে অর্থ আসার পরে ইআরডি-র মনিটরিং শুরু হয়। তারাও স্বীকার করেন, ডিসবার্সমেন্ট ও প্রকৃত সাহায্য ব্যবহারে পার্থক্য অনেক।

এ সমস্যা আমাদের মন্ত্রীসভা, অর্থমন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রী কেবল নয়, সমগ্র উন্নয়ন কাঠামোকে দুর্বল করে তুলছে। একটি প্রকল্প ৬ মাস আগে বাস্তবায়নের অর্থ লক্ষ লক্ষ এমনকি কোটি কোটি টাকার সাশ্রয়। এ সমস্যার গভীরে দাঁড়িয়ে ইআরডি-র একজন পদস্থ কর্মকর্তা কমপিউটার জগৎ-কে বলেছেন, সাহায্য প্রাপ্তি, ব্যবহার, প্রকল্পের অগ্রগতি মনিটরিং-এর জন্য কমপিউটারের পূর্নাঙ্গ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা ছাড়া আর কোন পথ নেই। ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশ একই সমস্যায় ভুগে সেদিকে অগ্রসর হচ্ছে। সরকারী সকল অফিসকে তথ্য বিনিময়ের জন্য equally equipped- সমানভাবে সজ্জিত ও উন্নীত করা না হলে সঙ্কট দূর হবে না।

মালয়েশিয়া যখন ৯ হাজার প্রকল্পের উপর প্রধানমন্ত্রীর মনিটরিং সেলের নিরীক্ষণ সুনিশ্চিত করেছে, তখন বাংলাদেশে ৮ শত প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মনিটরিং-এর যোগ্যতাও অর্জন করেনি। সাহায্যদাতারা কনসোর্টিয়াম বৈঠকের আগে রাজনৈতিক সরকারকে তীব্র সমালোচনায় নাস্তানাবুদ করেছে মূলতঃ আমলাতন্ত্রের হাতে প্রকল্পের ভাগ্য সমর্পন করে নিশ্চল বসে থাকার জন্য। বছরের পর বছর সাহায্যের টাকা ও বাজেটের অর্থ ফেরৎ যায়, কারণ আমলারা আগ্রহ পায় না। দেশে ও বিদেশে বৈঠকগুলোতে তথ্যের অভাবে লজ্জাকর অবস্থায় পড়তে হয়। জাতীয় সংসদে পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশে বিলম্ব ঘটে অনেক। ফলে, প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যর্থতার জন্য জবাবদিহি পর্যন্ত ঠিকমত হয় না। এই দুঃসহ অবস্থা নিয়ে সরকার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ফলাফল যা হবার, তাই হচ্ছে। ৪৭ হাজার কোটি টাকার ঋণ সহ ৭০ হাজার কোটি টাকার বিদেশী সাহায্যের বড় এক অংশে বাস্তবায়নকারীদের পকেটে চলে গেছে, কিন্তু জনগণ যে তিমিরে সে তিমিরেই আছে। অথচ, প্রকল্প ব্যয়ের একটা ক্ষুদ্র অংশে দিয়ে কমপিউটারভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। প্রকল্প ব্যয়ের সামান্য একটি অংশ দিয়ে এ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হলে, প্রকল্পসমূহের নিয়মিত অগ্রগতি পর্যালোচনা করে প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা হলে প্রকল্পব্যয়ে সময়গত কারণে যে আর্থিক সাশ্রয় ঘটবে, তাতে অগ্রগতির হার ২ থেকে ৫ শতাংশ বেড়ে যেতে পারে। ব্যবস্থাপনার তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপার। এটা বাংলাদেশে খানিকটা গড়ে উঠে হারিয়ে যাচ্ছে আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্যের কারণে। আমাদের রাজনৈতিক শাসকদের ইচ্ছাশক্তি আমলাতন্ত্রের চাপা সংকল্পের কাছে হার মানছে, ভঙ্গুর ব্যবস্থাপনা তথ্য ব্যবস্থা হচ্ছে তার এক নিদর্শন। নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকারের অর্থমন্ত্রী ছয়ফুর রহমান মনিটরিং ব্যবস্থা উন্নয়নে চেষ্টা করছেন, কিন্তু তিনি এখনও সফল হতে পারেননি। সাবেক অর্থমন্ত্রী ডঃ ওয়াহিদুল হকের সাবসিটেম নির্মাণও অসম্পূর্ণ। এর মধ্যে চলছে প্রকল্প বাস্তবায়নে নৈরাজ্য, স্ফীত হচ্ছে আমলাতন্ত্র, বঞ্চিত হচ্ছে জনগণ। ★

COMPUTER TRAINING
(IBM & APPLE)

WS, WP, Lotus, dBASE, BASIC, Pascal, dBase Programming, C, Fortran, Assembly Language, Prolog, DTP, Excel.

Quality Computer Compose
(Bengali & English)

All kinds of Magazines, Document, Thesis Paper, Yearly Reports, Project Profile etc.

SERVICE & SUPPORT
(IBM & APPLE)

Repairing, Installation, All Kinds of Hardware & Software Trouble-Shootings.

We are able to meet all your Computer needs.

PLEASE CONTACT :

BANGLADESH COMPUTER ACADEMY
323/C Tongi Diversion Road, Mogbazar Chowrasta
Dhaka-1217, Phone : 415648,415506